২য় পাঠ

নেতারা লোকদের প্রশংসা করেন

যোয়েল রিকসন রাতে ঘরে আসলেন দেরী করে। তিনি খুবই ক্লান্ত ছিলেন এবং তার ছোট ছেলে তার কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করলে তিনি বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক দিলেন।

"এতক্ষণ বোধ হয় গীর্জাঘরেই ছিলেন," একটু ঝাঁজের সাথে তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

"তাতো বুঝতেই পারছো," একটু কড়া স্বরে উত্তর দিলেন যোয়েল রিকসন। "মণ্ডলী ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করছে দেখে তোমার খুশী হওয়া উচিৎ। আমরা আরো ছয়টি বাইবেল ক্লাস শুরু করেছি। অর্থাৎ, আমি এই দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ক্লাস বেড়ে গিয়ে দাড়ালো মোট দশটিতে। এ সব ক্লাসের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত আছে কিনা তা আমাকে দেখতে হয়েছে। তারপর দুইজন শিক্ষক এসে তাদের পাঠের জন্য আমার কাছ থেকে সাহায্য চাইল। আবার পিছনের রুমে কোন শিক্ষক ক্লাস করতে চায় না তাই নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক করতে হোল। এছাড়াও আমাদের নতুন যে চেয়ারগুলির অর্ডার দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বুঝানোর জন্য আমাকেই ফার্নিচারের দোকানে যেতে হোল, তারপর.....।"

"কেন তুমি সাহায্যের জন্য কাউকে নেও না?" স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো।

"ঈশ্বরের কাজের প্রতি লোকদের একটুও আগ্রহ নেই। তারা দেরী করে আসে যার ফলে কিছুই ঠিকমত চলে না। আসলে কেউ কোন দায়িত্ব নিতে চায় না।" উত্তর দিলেন যোয়েল রিকসন। তিনি আরও বললেন, "ভাব দেখলে মনে হয় যার দায়িত্ব সেই এগুলো

"কেন তুমি সাহায্যের জন্য কাউকে নেও না?"

করুক, আমাদের কি দরকার? তারা বসে বসে সময় নষ্ট করে, ওদিকে কাজগুলো পড়ে থাকে। তাছাড়া দু'এক জনকে দায়িত্ব দিলেও দেখা যায়, হাজার ভুল করে বসে আছে, আর শেষে আমাকেই আবার গাধার খাটুনি খাটতে হয়।"

মণ্ডলীতে যোয়েল রিকসনের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান রয়েছে। তিনি মনে করেন যে, তিনি একজন ভাল নেতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা অবশ্যই ঠিক। আমরা তার কথা-বার্তার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, তিনি তার কাজের বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল। এছাড়া এই কথা-বার্তার মধ্যে তার সম্বন্ধে আমরা আর কি জানতে পারি? অন্য লোকদের সম্পর্কে তার মনোভাব আমরা কি কিছু জানতে পারি? একজন নেতা হিসাবে তার সাফল্যের উপরে তা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে?

এই পাঠে আমরা মানবিক সম্পর্কের কতগুলি নীতিও আলোচনা করবো এবং আমাদের মনোভাব ভাল নেতৃত্বদানের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ, সেই বিষয় লক্ষ্য করবো। শাস্ত্রীয় আদর্শ হিসাবে আমরা মোশির জীবন আলোচনা করতে চাই, কারণ অন্য যে কারও চেয়ে ঈশ্বর তাকেই সবচেয়ে বিশেষ নেতৃত্বদানের ক্ষমতা দান করেছিলেন।

পাঠের খসড়া ঃ

মোশি—মানুষের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী নেতা

লোকদের সম্পর্কে নেতারা কি বিশ্বাস করেন

নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট কিভাবে বৃদ্ধিলাভ করে

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

★ মোশির জীবনে নেতৃত্বের নীতিগুলি বর্ণনা করতে পারবেন এবং এগুলি বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

★ সহ-কর্মচারীদের সম্পর্কে নেতার ধারণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের নীতিগুলির সাথে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বদান এবং আচরণের তুলনা করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। ১ম পাঠের মত এখানেও পাঠের ভূমিকা এবং লক্ষ্যগুলি পড়ুন। পরবর্তীতে প্রত্যেক পাঠে এই কাজ করা আপনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

২। মূল শব্দাবলী এড়িয়ে যাবেন না। পাঠের বিষয় বস্তু বুঝতে এগুলি যেমন আপনাকে সাহায্য করবে তেমনি ভবিষ্যতের বইগুলিতেও আপনি যথেষ্ট সাহায্য লাভ করবেন।

৩। মোশির-কাহিনী যাত্রা, ২-৭; ১১-১৮, ৩২; ৩৫-৩৬ অধ্যায়ে লক্ষ্য করুন। পাঠের মধ্যে যে স্থানগুলি আসলে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হোল ঃ যাত্রা ২-৩; ৪ ঃ ১-১৭; ১২ ঃ ৩১-৩৮; ১৪ ঃ ১০-৩১; ১৫ ঃ ২২-২৫; ১৬ ঃ ১-১১; ১৭ ঃ ১-১৫; ১৮ ঃ ৯-২৬; ৩২ ঃ ১-১৪; ৩৫ ঃ ১-৩৫; ৩৬ ঃ ১-৭ পদ। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়বার সময় যাত্রা পুস্তকটি খুলে রাখুন।

৪। ১ম পাঠে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে এই পাঠটিও পড়ুন এবং পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।

৫। পাঠের শেষের পরীক্ষাটি নিজে নিজে দিন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পরে মিলিয়ে দেখুন। কোনও প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে সেই বিষয় আবার পড়ুন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

প্রতিরোধ	প্রান্তর	একনায়কত্ব
ব্যর্থ	অলৌকিক	স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
সৌন্দর্যময়	বিদ্রোহী	নিয়ন্ত্রণ
অনুসন্ধিৎসু	উৎসর্গীকৃত	গুরুত্বপূর্ণ
প্রতিশ্রুতি	বৈশিষ্ট	সমাগম তাম্বু

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

মোশি—লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী নেতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ নেতৃত্বদানের জন্য মোশির আহ্বান এবং সে আহ্বানে তার সাড়া প্রদান সম্পর্কে উত্তরগুলি চিহ্নিত করতে পারা।

মোশির জীবন হোল একটি নেতৃত্বের জীবন। ঈশ্বর কিভাবে একজন নেতার সাথে যোগাযোগ করেন এবং নেতা কিভাবে লোকদের সাথে যোগাযোগ করেন, সেই বিষয় আর অন্য কোন কিছুর মধ্যে আমরা এত স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাই না।

ঈশ্বরের অন্যান্য মহান দাসদের মত মোশিও ছোটবেলা থেকে সৌভ্রাতৃত্ব গুণটির অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল। তাদের অবস্থার প্রতি নজর ছিল এবং তাদেরকে তিনি সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে আমরা তাকে আবেগ-প্রবণ হয়ে একটি কাজ করতে দেখি এবং এক্ষেত্রে খুব নিঃসন্দেহে তিনি ঈশ্বরের পরিচালনা লাভে ব্যর্থ হন। অন্যায় অবিচারকে তিনি তার নিজের পথে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। আর এর ফলে তাকে একজন লোককে হত্যা করতে হয় (যাত্রা ২ ঃ ১১-১৫)। আমরা দেখতে পাই যে, পলায়ন করবার সময়ও তার

মধ্যে ন্যায় বিচারের মনোভাব জাগ্রত ছিল এবং লোকদের সাহায্য করবার তার আকাংখার প্রকাশ আমরা আরেকটি বার দেখতে পাই যখন একদল রাখালি মহিলাদের উত্যক্তকারী রাখালদের তিনি বিতাড়িত করেন (২ ঃ ১৬-১৯)।

এই কাজটির মধ্য দিয়ে তিনি যিথ্রোর সাথে পরিচিত হন, যার মেয়েকে তিনি পরে বিবাহ করেছিলেন। একদিন যখন তিনি তার শ্বশুরের ভেড়াগুলির তত্ত্বাবধান করছিলেন, তখন তিনি অদ্ভুত জলন্ত ঝোপটি দেখতে পান এবং পরীক্ষা করবার জন্য তার কাছে যান। তার এই কাজটি থেকে এমন একজন সাহসী লোকের পরিচয় আমরা পাই, যার অনুসন্ধিৎসু মন রয়েছে এবং কোন অজানা বিষয়ের অনুসন্ধানে যিনি সরাসরি এগিয়ে যেতে সমর্থ।

"মোশি, মোশি !" ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে থেকে তাকে ডাকলেন।

মোশি সাহসের সাথে উত্তর দিলেন, "দেখুন, এই আমি।" কিন্তু ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করলেন তখন শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে মোশি নিজের মুখ ঢাকলেন।

ঈশ্বর বললেন, "আমি আমার প্রজাদের কষ্ট দেখেছি। তাদের দুঃখ আমি জানি। আর তাই তাদেরকে উদ্ধার করতে এবং সেই দেশ থেকে তাদেরকে উঠিয়ে আনবার জন্য আমি নেমে এসেছি। সুতরাং এখন তুমি মিসরে যাও। সেখান থেকে আমার লোকদের বের করে আনবার জন্য আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে পাঠাচ্ছি।

আমরা ঈশ্বরের কাজের পদ্ধতি আরেকটি বার দেখতে পাই। তার প্রজাদের জন্য তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল, তা তিনি একজন নেতাকে আহ্বান করলেন এবং সেই পরিকল্পনা সাধনের দায়িত্ব তাকে দিলেন। ইতিমধ্যেই মোশি তার নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছেন এবং তার ভাবাবেগও কমে এসেছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল খুবই মহান। এবং একজন নিঃসংগ মেষপালকদের পক্ষে কাজটি সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল।

মোশি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কে যে, এই কাজ করতে সক্ষম হবো ? যদি লোকেরা আমার কথা না শোনে ? তুমি যে আমাকে প্রেরণ করেছ তা আমি কিভাবে তাদের বুঝাবো ?"

মোশি জানতেন যে একজন নেতাকে ক্ষমতা সহকারে কাজ করতে হবে। ঈশ্বর অলৌকিক কাজ ও চিহ্নের মাধ্যমে তাকে এই ক্ষমতা দান করেছিলেন। সদাপ্রভুর নামে তিনি এই কাজগুলি করতে পারতেন। ঈশ্বর মোশির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তার সাথে থাকবেন এবং তার কাজে সাহায্য করবেন। মোশির জন্য কোন ব্যক্তিগত সম্মান বা পুরস্কারের প্রতিজ্ঞাও ঈশ্বর করেন নি, কিন্তু পৃথিবীতে তার মহান পরিকল্পনা সাধনের জন্য তিনি তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও মোশি একমত হতে পারছিলেন না।

তিনি বললেন, "আমি ভালভাবে কথা বলতে পারি না, দয়া করে আর কাউকে এ কাজে পাঠাও।"

এবার ঈশ্বর মোশির উপর রেগে গেলেন। নম্র হওয়া ভাল, কিন্তু এই নম্রতাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তিনি যে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন এই দৃঢ় নিশ্চয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ঈশ্বর মোশিকে বললেন যে হারোণ তার পক্ষে কথা বলবে। তাদের দু'জনকে ইস্রায়েল জাতীর প্রাচীনদের একত্র করে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে। আর এর ফলে ঈশ্বর যেভাবে মোশিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে নেতৃত্বদানকারী প্রত্যেকটি লোক তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব বুঝতে ও তা গ্রহণ করতে পারবে। এরপর মোশি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন এবং বাইবেলে আমরা বেশ কয়েক জায়গায় এই কথা লেখা দেখতে পাই যে, তিনি "সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম করিলেন।"

১। সঠিক বাক্যগুলির বাম পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের আহ্বান শোনার আগ পর্যন্ত লোকদের সম্পর্কে মোশির একটুও আগ্রহ ছিল না।

খ) মোশিকে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব দেওয়ার আগে ঈশ্বর লোকদের সম্পর্কে তার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

গ) ঈশ্বর মোশিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, লোকেরা তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে।

ঘ) মোশির জীবন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নেতৃত্বদানের জন্য নম্রতা ও নিশ্চয়তা দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে।

ঙ) মোশির নেতৃত্বদানের ভিত্তি ছিল ঈশ্বরের ক্ষমতা।

চ) মোশি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একটি বিরাট দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন।

"আমি এই লোকদের নিমিত্ত কি করিব ?"

লক্ষ্য ২ ঃ যিথ্রোর কাছ থেকে মানুষের সাথে কাজ করবার যে চারটি উপায় মোশি শিখেছিলেন সেগুলি লিখতে পারা এবং এগুলি প্রয়োগ করবার উপায় দেখতে পারা।

ঈশ্বরের আদেশ ও পরিচালনায় বাধ্য হবার ফলে মোশি প্রাচীনদের সংগঠিত করবার এবং মিসরের বন্দীত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতিকে বের করে আনার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। ঈশ্বর ফরৌণের হৃদয়ে কাজ করেছিলেন এবং তাদের উপর মারাত্মক আঘাত এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে হয়েছিল, "তোমরা উঠ, ইস্রায়েল সন্তানদিগকে লইয়া.....মেষপাল ও গোপাল সকল সংগে লইয়া চলিয়া যাও" (যাত্রা ১২ ঃ ৩২)।

ছয় লাখ লোক তাদের ঘর বাড়ী সব কিছু ফেলে প্রান্তরে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে তাদের স্ত্রী সন্তান-সন্ততি, মেষ, গরু নিয়ে রওনা হোল, এ'কি আপনি ভাবতে পারেন (যাত্রা ১২ ঃ ৩৭) ? আপনি যদি কখনও কোন সভা সম্মেলন, অনুষ্ঠান বা সুসমাচার প্রচার অভিযান পরিচালনা করে থাকেন, তাহলে এই বিশাল যাত্রা সংগঠিত করতে মোশি এবং তার সাহায্যকারী প্রাচীনদের কি কাজ করতে হয়েছিল তা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

পলায়নের প্রথম ধাপে, মোশিকে ঈশ্বর যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেভাবেই আমরা প্রত্যেককে কাজ করতে দেখতে পাই। মানুষের আচরণের এটি একটি স্বাভাবিক দিক যে, কোন নতুন বা আকর্ষণীয়

কাজে তারা বিনা প্রশ্নে নেতাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু শিগ্রই সেই উদ্যম ফুরিয়ে যায় এবং বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। আর তখন লোকেরা অভিযোগ করতে শুরু করে এবং এমনকি নেতার বিরুদ্ধে গিয়ে তার নামে দোষারোপ করতে থাকে। এই অবস্থায়ই পড়েছিলেন মোশি।

২। যাত্রা ১৪ঃ১০-১২; ১৫ঃ২৩-২৫; ১৬ঃ২-৩; ১৭ঃ১-৩ পদ, এই স্থানগুলি পড়ুন। ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা পথের চারটি ঘটনার কথা এই স্থানগুলিতে লেখা হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনায় লোকেরা কেমন আচরণ করেছে তা লিখুন।

.....

.....

শেষ পর্যন্ত, জলের জন্য লোকেরা যখন আক্রোশ প্রকাশ করছিল,, তখন মোশি বিরক্ত হয়ে সদাপ্রভুকে বলেছিলেন, "আমি এই লোকদের নিমিত্ত কি করিব?"

আগের মত এবারও ঈশ্বর অলৌকিক কাজের মাধ্যমে তার লোকদের জন্য সাহায্য যুগিয়েছিলেন। মানুষের সাথে কাজ করবার ঐশ্বরিক পদ্ধতির একটি উল্লেখ এখানে আমরা দেখতে পাই।

৩। যাত্রা ১৭ঃ৫ পদ পড়ুন। মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনটি নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাকে লোকদের সামনে হাটতে হবে। তার যষ্টি তাকে নিতে হবে। তৃতীয় নির্দেশটি কি ছিল?

.....

মোশি ইস্রায়েলের প্রাচীনদের সামনে পাথরে আঘাত করেছিলেন এবং খাবার জল সেখান থেকে বের হয়ে এসেছিল। প্রাচীনরা এই অলৌকিক কাজটি দেখতে পেয়েছিলেন। মোশির পরিচর্যা কাজের সহভাগী হবার সুযোগ তারা লাভ করেছিলেন। তারা নিশ্চয়ই মোশির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং লোকদের সাথে তাদের নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে নতুন বিশ্বাস ও অনুপ্রেরনা পেয়েছিলেন। বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় আমরা এ ধরনের নেতাদের

দেখতে পাই, যারা তাদের কাজের অভিজ্ঞতার সহভাগী অন্যদের করেছেন। নতুন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং প্রেরিত পৌল এর উদাহরণ।

যাত্রা বিবরণের পরের ঘটনাতেও আমরা নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে সম্পর্কের একটি উদাহরণ দেখতে পাই। মোশি যিহোশূয়কে মনোনীত করলেন এবং যিহোশূয় ইস্রায়েলীয়দের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য যোদ্ধাদের মনোনীত করলেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মোশি তার দুই হাত সদাপ্রভুর দিকে তুলে রেখে-ছিলেন। ক্লান্ত হয়ে তিনি হাত নামিয়ে ফেললে, শত্রুরা বিজয়ী হচ্ছিল। তাই মোশির দুই পাশে দাঁড়িয়ে দুইজন লোক তার হাত উপরে তুলে রেখেছিল। যুদ্ধে ইস্রায়েল জাতি বিজয়ী হয়েছিল এবং ঈশ্বর মোশিকে এই কথাগুলি লিখে রাখতে বলেছিলেন, "এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লিখ" (যাত্রা ১৭ঃ১৪)। প্রত্যেক নেতার এই ঘটনাটি স্মরণ থাকা উচিৎ এবং বিশেষ ভাবে যে নেতারা যুদ্ধ করে-ছিলেন এবং যারা নীরবে শুধু মাত্র মোশির দুই হাত উঁচু করে ধরে রেখেছিলেন তাদের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণ রাখা উচিৎ।

অন্যান্য ভাল নেতাদের মত, মোশিরও লক্ষ্য সম্পাদনের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তার কাজে তিনি সম্পূর্ণ নিবেদিত ও দক্ষ ছিলেন এবং তার কাজে লোকদের সহযোগীতার প্রয়োজন ছিল বলে, লোকেরা যখন তার মত উৎসর্গীকৃত না হোত তখন তিনি খুবই দুঃখিত হতেন। তিনি লোকদের এত ভালবাসতেন যে, তাদের জন্য জীবন দিতেও তিনি ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাকে বুঝতে হয়েছিল যে নেতৃত্বের জন্য অন্য ধরনের ভালবাসার প্রয়োজন। নেতৃত্বের ভালবাসা হোল, লক্ষ্য অর্জনে অন্যদের অবদান, এমন কি যাদের আপাতঃ দুর্বল বলে মনে হয় তাদেরকেও সহভাগী করা ও তাদের উপর নির্ভর করা। মোশি এই সত্যটি তার শ্বশুর যিথ্রোর কাছ থেকে শিখেছিলেন।

যিথ্রো মোশির সংগে দেখা করতে আসলে তারা দুইজন ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ ও যাত্রা পথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে পরস্পর আলাপ করলেন। সম্ভবতঃ মোশি লোকদের নিন্দাবাদ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধা-

চারণের জন্য নিজের ক্ষোভ তার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে যে কথাটি তিনি বলেছিলেন "আমি এই লোকদের নিমিত্ত কি করিব ?"—হতে পারে যিথ্রোর কাছেও তিনি তা বলেছিলেন।

মোশির সাথে লোকদের দৈনন্দিন সম্পর্ক যিথ্রো লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মোশির উৎসর্গ, সহানুভূতি এবং নিত্যদিনের কঠিন পরিশ্রম দেখতে পেয়েছিলেন। মোশি সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সারাদিন লোকেরা মোশির কাছে আসতো। তিনি তাদের বিভিন্ন জনের সাথে প্রয়োজন অনুসারে বিচারক, পরামর্শদাতা, পরিচারক এবং সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহার করতেন।

"এই কাজ তোমার জন্য খুবই কঠিন" বললেন যিথ্রো, "তুমি একা একা এটি কখনও করতে পার না। এখন আমার কথা শোন, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই।"

বাইবেল থেকে আবার যাত্রা ১৮ ঃ ১৩-২৬ পদ পড়ে নিন। এখানে যিথ্রোর উপদেশ অনুযায়ী আপনি লোকদের সাথে কাজ করবার নিম্নলিখিত উপায়গুলি দেখতে পাবেন ঃ

১। নিয়ম-কানুন বা নীতিমালা তাদের শিক্ষা দিন।

২। প্রত্যেকটি কাজ কিভাবে করতে হবে তা তাদের দেখিয়ে দিন।

৩। সম্মান করবার জন্য তাদেরকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দান করুন।

৪। নেতাদের নিয়োজিত করুন এবং তাদের সাথে কর্ম পদ্ধতি ঠিক করুন।

মোশির প্রশ্নের উত্তরে এটিই ছিল যিথ্রোর উত্তর। যিথ্রো বললেন যে, মোশি যদি এই কাজ করেন তাহলে দু'টি ফল ফলবে। প্রথমতঃ মোশি তার কাজের চাপ সহ্য করতে সমর্থ হবেন। দ্বিতীয়তঃ লোকেরা হাষ্টচিত্তে তাদের স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত হতে পারবে। এই দু'টি কথা মনে রাখুন। পরে আমরা দেখতে পাব যে, এই দু'টি বাক্যই একজন সফল নেতার কাজের আদর্শ ফলাফল প্রকাশ করে। এগুলি হোল ঃ লক্ষ্য সম্পাদন এবং একই সময়ে কার্যকারীদের প্রয়োজন মেটান।

৪। লোকদের সাথে কাজ করবার যিথ্রোর চারটি উপায় পুনরায় পড়ুন। তারপর বইটি বন্ধ করে নিয়ে নিজে নিজে এগুলি লিখতে চেষ্টা করুন। খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের এই সৎ উপদেশগুলি অবশ্যই পালন করা উচিৎ।

৫। যোয়েল রিকসনের বলা নীচের কথাগুলি কি আপনার স্মরণ হয়? যোয়েল রিকসনের কথাগুলির সাথে এবং লোকদের সাথে কাজ করবার যিথ্রোর উপায়গুলির মধ্যে সেই উপায়গুলির সংখ্যা লিখুন যেগুলি তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

.....ক) তারা বসে বসে সময় নষ্ট করে, ওদিক কাজগুলো পড়ে থাকে।

.....খ) তারা দেরি করে আসে আর এর ফলে কিছুই ঠিকমত চলে না।

.....গ) কেউ কোন দায়িত্ব নিতে চায় না, ভাব দেখলে মনে হয় যার দায়িত্ব সেই এগুলো করুক, আমাদের কি দরকার।

.....ঘ) দু'এক জনকে দায়িত্ব দিলেও দেখা যায় হাজার ভুল করে বসে আছে, আর শেষে আমাকেই আবার গাধার খাটুনি খাটতে হয়।

যোয়েল রিকসনের কোন কোন উক্তিতে আপনি হয়তো, একটির বেশী সংখ্যাও লিখতে চাইতে পারেন। আসল যে বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হবে তা হোল, যোয়েল রিকসন আরো ভাল নেতা হতে পারতেন, তিনি অল্প পরিশ্রম করে, লোকদের সন্তুষ্ট রাখতে পারতেন যদি তিনি যিথ্রোর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতেন।

৬। যাত্রা ১৮ঃ২২ পদ আবার পড়ুন। লক্ষ্য করুন, ১৭ঃ৫ পদে আমরা নেতৃত্বের যে নীতি লক্ষ্য করেছিলাম সেই একই নীতি এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হোল, মোশির পরিশ্রম অনেকটা হাল্কা হবে কারণ ঃ.....

.....

ঈশ্বরের লোক ও মোশির লোক ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ লোকেরা মোশিকে নিরাশ করলেও তিনি তাদের সাথে কাজ করতে যে ইচ্ছুক ছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

একজন নেতা হিসাবে মোশির সবচেয়ে বড় একটি গুণ ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে মংগলের সম্ভাবনা সব সময় দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁর নামের গৌরব ও তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের কাজ সমাপ্ত করবেন। মোশির কাজ ও তার কথার মধ্যে দেখা যায় যে, ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে লোকদের তাকে দিয়েছিলেন তাদের সাথে ও তাদের মধ্য দিয়ে তিনি কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তার প্রেম এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সমাপণের জন্য তার দৃঢ় সংকল্প তাকে লোকদের ভালবাসতে এবং তাদের প্রতি সমর্পিত থাকতে সাহায্য করেছে।

আসুন আমরা আবার যাত্রা ১৮ ঃ ১৫ পদ লক্ষ্য করি। যিথ্রো যখন মোশিকে প্রশ্ন করেছিল যে, সে কেন লোকদের সাথে এত সময় কাটায়, তখন তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন? কারণ "লোকেরা ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা করিতে আমার কাছে আইসে।" তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, লোকেরা বিদ্রোহী আচরণ করলে, মোশিকে দোষ দিলে এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে বিফল হলেও, তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে ঈশ্বরকে জানবার ও তাঁর সেবা করবার আকাংখা ছিল। তারা শিখতে চেয়েছিল। সমস্যায় পড়লে পর তারা সাহায্য ও পরামর্শের জন্য মোশির কাছে আসতো। তাদের যে কোন ধরনের সমস্যায় তারা ঈশ্বরের বিচার মাথা পেতে মেনে নিত। শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করতো ইস্রায়েলীয়দের নানাবিধ দুর্বলতা থাকা সত্বেও মোশি তাদের এই গুণগুলি লক্ষ্য করেছিলেন।

ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ে মোশি যখন সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর বাক্য লাভ করছিলেন, তখন ভীত ও দুর্বল ইস্রায়েল জাতি মূর্তিপূজার মত জঘন্য পাপে পতিত হয়েছিল (৩২ অধ্যায়)। মোশির শিবিরে প্রত্যাগমনের ঘটনাটি লক্ষ্য করলে আমাদেরও মনে

ব্যথা লাগে। মূল্যবান দুই প্রস্তর ফলককে যখন তিনি রাগে দুঃখে মাটিতে ছুড়ে ফেলেন তখন তার মনের অবস্থা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি।

কিন্তু এই একই অধ্যায়ের (৭-১১ পদে) মধ্যে আমরা মোশি ও ঈশ্বরের মধ্যে এক চমৎকার কথাবার্তার উল্লেখ দেখতে পাই ঃ

"তোমার যে লোকদিগকে তুমি মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে। .... এখন তুমি ক্ষান্ত হও, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হউক, আমি তাহাদিগকে সংহার করি, আর তোমা হইতে এক বড় জাতি উৎপন্ন করি।"

কিন্তু মোশি উত্তর দিলেন, "তোমার যে প্রজাদিগকে তুমি মহা পরাক্রম ও বলবান হস্ত দ্বারা মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়াছ, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ কেন প্রজ্জ্বলিত হইবে ? ..... তুমি নিজে প্রচণ্ড ক্রোধ সংবরণ কর এবং আপন প্রজাদের অনিষ্টকরণ বিষয়ে ক্ষান্ত হও।"

"তখন সদাপ্রভু ..... ক্ষান্ত হইলেন" (১৪ পদ)।

লোকেরা পাপ করেছিল, কারণ তারা খুবই দুর্বল প্রকৃতির ছিল। তাদের আরো শিক্ষা ও পরিচালনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা ছিল ঈশ্বরের ও মোশির প্রজা। ঈশ্বর মোশিকে তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন এবং মোশি ঈশ্বরের উপর নির্ভরতার ভিত্তিতে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের সাহায্যে লোকদের সাধ্যমত প্রস্তুত করতে ও তাদের গড়ে তুলতে মোশি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে ও লোকদের কাছে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। স্বর্ণময় গোবৎসের সংকটের পর মোশি আবার লোকদের সৎ উদ্দেশ্যে সংগঠিত করলেন। আমরা দেখতে পাব যে, সমাগম তাম্বু স্থাপন করবার জন্য তিনি লোকদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোকদের এবং হৃষ্টচিত্ত উপহার আহ্বান করেছিলেন। তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত, যে কাজ তাকে অসমাপ্ত রেখে যেতে হয়েছিল তা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাদের উপর নির্ভর করেছিলেন।

৭। নীচের সঠিক উক্তিগুলি চিহ্নিত করুন ঃ অগ্রাহ্য হবার পরেও মোশি লোকদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন কারণ ঃ

ক) এত বড় একটি দলকে নেতৃত্ব দেওয়া গৌরবের বিষয় ছিল।

খ) তিনি জানতেন যে তাদের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তা সংগঠিত করা সম্ভব।

গ) তিনি বিশ্বাস করতেন যে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায়।

ঘ) তিনি তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন।

ঙ) তারা নেতৃত্বদানের ক্ষমতা প্রমাণ করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

লোকদের সম্পর্কে নেতারা কি বিশ্বাস করেন ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ ঈশ্বরের লোকদের সম্পর্কে যিথ্রোর যে ধারণা তা সনাক্ত করতে পারা।

যিথ্রো মোশিকে যে ভাল উপদেশ দিয়েছিলেন তা আমরা লক্ষ্য করেছি। লোকদের সাথে কাজ করবার চারটি উপায় হিসাবে আমরা এগুলি উল্লেখ করেছি। আমরা সংক্ষেপে এটিকে এভাবে বলতে পারি যে যিথ্রো মোশিকে তার অনুগামীদের কাছ থেকে আরো বেশী আশা করতে বলেছিলেন।

নেতৃত্বদান শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোকেরা বলেছেন যে আমরা নেতা হিসাবে কেমন আচরণ করি, তা লোকদের সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস তা তার প্রত্যক্ষ ফল। লোকদের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকে কোন কোন লেখকরা ধারণা বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা লোকদের কাছ থেকে কি আশা করি এবং কিভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করি, অর্থাৎ আমাদের নেতৃত্বের কাজগুলি, এই ধারণার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা মনে করতে পারি যে যুবকেরা বৃদ্ধদের চেয়ে দৈহিকভাবে সামর্থ। সুতরাং, আমরা যদি কোন চলমান প্রজেক্টকে পরিচালনা করি, তখন সেখানকার ভারি জিনিষগুলি আমরা যুবকদেরই বহন করতে দেবো। আমরা আশা করবো যে তারা বিনা প্রতিবাদে নির্দ্দেশগুলি মেনে চলবে।

একজন প্রচারক লোকদের সম্পর্কে কি বিশ্বাস করেন, তা কিভাবে তার কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, তা চিন্তা করুন। মনে করুন তিনি সভাস্থলে এই কথাটি বললেন ঃ "আপনার নিজের আরামের জন্য আপনি যে সময় কাটান, তার কিছুটা ত্যাগ করতে এবং আত্মা জয়ের জন্য তা ব্যবহার করতে, আপনাকে ইচ্ছুক হতে হবে।"

এই প্রচারক বেশ কয়েকটি ধারণা পোষণ করেন। এগুলি কি আপনি লক্ষ করেছেন? তিনি মনে করেন ঃ

১। লোকেরা আরামে সময় কাটায়।
২। সময়ের সদ্ব্যবহার তারা করতে চায় না।
৩। আত্মা জয় করতে তারা পছন্দ করে না—এটিকে ত্যাগের কাজ বলে মনে করে।
৪। তারা ইচ্ছা করলে আত্মা জয় করতে পারে।

এই প্রচারক লোকদের সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে তারা আরামকে ভাল বাসেন এবং আত্মা জয় অ-পছন্দ করেন। অন্যদিকে, তিনি চান যেন কিভাবে আত্মা জয় করতে হয়, তা তারা জানতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে তারা যদি ত্যাগ করতে রাজী হয়, তাহলে তারা আত্মা জয় করতে পারবে।

কিন্তু মনে করুন প্রচারক এই কথা বললো ঃ "আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, আমরা আত্মা জয়ের উপর একটি ক্লাশ শুরু করতে যাচ্ছি। আপনার প্রতিবেশীর সাথে কিভাবে সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, সে বিষয়ে এখন আরো জানতে পারবেন।" তাহলে তার ধারণাগুলি হবে এরকম ঃ

১। লোকেরা আত্মা জয় করতে চায়, কিন্তু কিভাবে তা করতে হবে সে বিষয়ে তারা জানে না। এর জন্য তাদের শিক্ষার প্রয়োজন।
২। তারা শিক্ষার জন্য ও আত্মা জয়ের জন্য সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক।
৩। প্রতিবেশীদের সম্পর্কে তাদের চিন্তা রয়েছে।

এখানে প্রচারক লোকদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। লোকদের সুপ্ত ক্ষমতাগুলির বৃদ্ধিলাভে তিনি তাদের সাহায্য করতে চেয়েছেন।

৮। যিথ্রোর পরামর্শ স্মরণ করুন। লোকদের সম্পর্কে তিনি কি কি ধারণা করেছিলেন? সঠিক উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

ক) কোন সংগঠন ছাড়াই লোকেরা ভালভাবে কাজ করে।

খ) বেশির ভাগ লোকেরাই তাদের নিজেদের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে।

গ) বেশির ভাগ লোকই আইন মান্য করবে যদি তারা তা বুঝতে পারে।

ঘ) অনেক লোকেরই নেতৃত্বদানের ক্ষমতা রয়েছে।

ঙ) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ লোকের উপরে নির্ভর করা যায়।

নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট কিভাবে বৃদ্ধিলাভ করে ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ লোকদের সম্পর্কে ধারণার সাথে নেতৃত্বের আচরণের উদাহরণগুলির মিল দেখাতে পারা।

লোকদের সম্পর্কে ধারণা, নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট বৃদ্ধিলাভে কিভাবে সাহায্য করে তার বিশেষ একটি উদাহরণ আমরা ডগ্লাস ম্যাক্গ্রেগরের ব্যাখ্যা থেকে দেখতে পাই। তিনি বলেছেন যে, অনেক নেতার আচরণ নির্ভর করে এমন কতগুলি ধারণার উপরে যেগুলিকে তিনি **ধারণা— X** নামে অভিহিত করেছেন। এই ধারণাগুলি হলো ঃ লোকেরা কাজ ভালবাসে না এবং সুযোগ পেলে তারা তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। লোকেরা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। বড় কোন লক্ষ্য অর্জনে লোকদের খুব কমই আগ্রহ থাকে (যেমন কোন সংগঠন বা সুসমাচার প্রচার অভিযানের লক্ষ্য)।

মিস্টার ম্যাক্গ্রেগর এই ধরনের ধারণাগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অন্য আরেক ধরনের ধারণার উল্লেখ করেছেন; যেগুলিকে তিনি **ধারণা— Y** বলে চিহ্নিত করেছেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ কাজ

লোকদের জন্য খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়, এবং তারা তা এড়িয়ে যেতে চায় না। লোকেরা সেই লক্ষ্য সম্পাদনে এগিয়ে যাবে, যার জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে। লোকেরা যে শুধু দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই নয়, কিন্তু তারা তার অন্বেষণ ও করে শুধুমাত্র উচ্চ পদস্থ লোকরা নয় কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সামগ্রিক লক্ষ্য সম্পাদনে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রত্যেক লোকের মধ্যে অব্যবহৃত সুপ্ত গুণাবলী লুকিয়ে রয়েছে। লোকেরা সেই লক্ষ্যগুলি অর্জনেই নিজেদের সমর্পন করবে যেগুলিকে তারা মূল্যবান মনে করে।

এখন আমরা দেখতে পাবো, কিভাবে লোকদের সম্পর্কে ধারণা নেতৃত্বদানের বৈশিষ্টকে বৃদ্ধিদান করতে পারে। বৈশিষ্টকে আমরা কতগুলি আচরণের সমষ্টি, বা কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবে কাজ করবার ধরণ বলে ব্যাখ্যা করতে পারি। নেতৃত্বদানের উপর লেখা বেশির ভাগ বইয়ে এমন কতগুলি বৈশিষ্টের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি বিশেষজ্ঞদের ছাড়া আলোচিত ও পরিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে থেকে যে দুটিকে বেশির ভাগ লেখকেরা উল্লেখ করে থাকেন সেগুলি হলো একনায়কত্বের বৈশিষ্ট এবং গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট।

যে নেতা একনায়কত্বের বৈশিষ্ট ব্যবহার করেন তিনি তার দলের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করেন। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন। নিয়ম কানুন তিনিই তৈরী করেন এবং সেগুলি প্রয়োগ করেন। যারা তার অধীনে কাজ করে, তাদেরকে তিনি বিস্তারিত নির্দেশ দান করেন। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সব সময় কাছে থেকে তিনি কাজের তত্বাবধান করেন।

যে নেতা গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট ব্যবহার করেন তিনি সাধারণতঃ তার দলের মধ্য থেকে কাজ করেন। নিময় কানুন তৈরী করতে তিনি দলকে পরিচালিত করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি অন্যদের প্রয়ো-জনীয় অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করে থাকেন। তিনি তাদের কাছ থেকে পরামর্শ ও সাহায্য যাঞ্চা করেন। দলের সদস্যদের কাউকে কাউকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দান করে থাকেন।

যে নেতা ধারণা— X কে গ্রহণ করনে তিনি বিশ্বাস করেন যে বেশির ভাগ লোক কুড়ে, নিষ্ক্রিয় এবং কর্মবিমুখ। তাদেরকে "চাংগা" করে তুলবার দরকার রয়েছে এবং দৃঢ়-নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদেরকে পরিচালিত করেতে হবে, পর্যবেক্ষন করতে হবে, চাপ দিতে হবে, তিরস্কার করতে হবে, এবং সব সময় পিছে লেগে থাকতে হবে। যে নেতা এই মতে বিশ্বাসী তিনি মনে করেন যে সামগ্রিক লক্ষ্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লোকদেরকে সব সময় চালনা করা, তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা, বা শাস্তির ভয় দেখানো প্রয়োজন। এই ধরনের নেতা স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বদানের একনায়কত্বে বৈশিষ্ট অনুসরণ করে থাকেন।

যে নেতা ধারণা— Y কে গ্রহণ করেন তিনি বিশ্বাস করেন যে বেশির ভাগ লোকই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করবার জন্য ইতিমধ্যেই কিছুটা অনুপ্রাণিত এবং তারা কিছু দায়িত্ব লাভ করতে চায়। এই নেতা বিভিন্ন অবস্থাকে এমনভাবে কাজে লাগাবেন যাতে যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পন্ন লোকদেরকে তিনি সর্ব্বত্তম ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি লোকদেরকে সুযোগ দিবেন যেন তারা পছন্দ-অপছন্দ করতে পারে এবং পরামর্শ দিতে পারে। তিনি তাদের সাহায্য করবেন যেন তারা লক্ষ্য অর্জনের মূল্য বুঝতে পারে এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে তাদের কাজ করে। এই ধরনের নেতা স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বদানের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট অনুসরণ করে থাকেন।

৯। পার্থ গনসালভেজের অবস্থা আরেকবার লক্ষ্য করুন। লোকদের সম্পর্কে তার মনোভাব কেমন ছিল? ধারণা X অথবা Y কোনটি তার মনোভাব প্রকাশ করে?

.....

.....

প্রকৃত পক্ষে আমরা কিছু লোককে প্রায়ই কাজ এড়িয়ে যেতে দেখতে পাই। অন্যদের তুলনায় কোন কোন লোকদের বার বার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হয়। কোন কোন অবস্থায় নেতাকে

তার লোকদের প্রতি দৃঢ় আচরণ করতে হয় এবং সুনির্দিষ্ট কতগুলি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তাকে বিস্তারিত নির্দেশ এবং প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রয়োগ করতে হয়, ভাল নেতারা জানেন কিভাবে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয় এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের লোকদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হয়, পরবর্তী পাঠগুলিতে আমরা এবিষয়ে আরো আলোচনা করবো। এখানে যে মূল বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করতে চাই তা'হলো, আপনার জীবনে নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট এবং নেতা হিসেবে আপনার সাফল্য। লোকদের সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পোষন করেন তার উপর যথেষ্ট পরিমানে নির্ভর করে। একজন খ্রীষ্টিয়ান নেতার জন্য এটি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাক্‌গ্রেগরের ধারণা Y মতবাদটি একজন উৎসর্গীকৃত ও কার্যকারী খ্রীষ্টিয়ানের কর্ম ধারাকেই ব্যাখ্যা করে থাকে। অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানরা এমন একটি লক্ষ্যের প্রতি ইতিমধ্যেই উৎসর্গীকৃত যার প্রতি তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দান করে মোশির কাছে যেমন লোকেরা বিভিন্ন বিষয় জানতে আসতো, তেমনি-ভাবেই অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানেরাই ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্বেষণ করে থাকে, খ্রীষ্টের দেহের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলিতে তারা অংশ গ্রহণ করতে চায়। সদাপ্রভু তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা যোগ্যতা ও গুণাবলী দান করেছেন। ঈশ্বরের কাজে কিছু অবদান রাখতে পারলে তারা নিজেদের আনন্দিত ও গৌরাবান্বিত মনে করে। সুতরাং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এমন একজন নেতার প্রয়োজন হয় যিনি তাদের মধ্যকার গুণাবলী উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সেগুলি বৃদ্ধি লাভের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস চালাবেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাগম-তাম্বু নির্মান করার জন্য লোকদের আহ্বান ও উৎসাহিত করার মধ্যে দিয়ে মোশি এই কাজটি করেছিলেন।

১০। যাত্রা ৩৫ ঃ ১-৩৬ ঃ ৭ পদ পর্যন্ত পড়ুন। মোশির নেতৃত্বদানের আচরণ এবং তার প্রতি লোকদের সাড়া থেকে আমরা ঈশ্বরের প্রজাদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণাগুলি পেতে পারি। বাম পার্শ্বের ধারণাগুলির সাথে ডানপার্শ্বের শাস্ত্র পদগুলির মিল দেখান। কোন কোন পদ ইচ্ছা করলে একবারের বেশীও ব্যবহার করতে পারেন।

ধারণা	শাস্ত্রপদ
..... ক) লোকদের জন্য সুনির্দিষ্ট কতগুলি নিয়ম কানুন থাকা প্রয়োজন।	১। যাত্রা ৩৫ ঃ ১০
	২। যাত্রা ৩৬ ঃ ২
.....খ) লোকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।	৩। যাত্রা ৩৫ ঃ ২১
	৪। যাত্রা ৩৫ ঃ ৩৫
.....গ) অনেকেই কাজ করতে ইচ্ছুক।	৫। যাত্রা ৩৫ ঃ ১-৩
..... ঘ) অনেকেই দান করতে ইচ্ছুক।	৬। যাত্রা ৩৫ ঃ ৩৪
..... ঙ) লোকদের দক্ষতা শিক্ষা দেওয়া যায়।	
.....চ) লোকদের ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে।	

নেতৃত্বদান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বেশীর ভাগ পণ্ডিতই বলেছেন যে লোকেরা যখন বুঝতে পারে যে তারা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে, তখন তারা আরো ভাল কাজ করতে ইচ্ছুক হয়। তারা সেই কাজের মধ্যে নিজেদের কে উজাড় করে দিতে চায়, যেন কাজকে তারা অর্থপূর্ন বা মূল্যবান বলে মনে করে এবং তাদের কৃতকার্যের জন্য তারা কিছুটা স্বীকৃতি ও পেতে চায়।

সমাগম তাঁবু তৈরীর সময় মোশির অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের কাজের বেলায়ও এই সত্যগুলি একইভাবে প্রযোজ্য আপনি দেখতে পাবেন যে ব্যক্তিগত ভাবে মোশিও লোকদেরকে বিশেষ স্বীকৃতি দান করেছেন। লোকদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার জন্য তিনি ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করেছেন, কিন্তু একই সময় তিনি তাদের নাম প্রকাশ্যে জনগণের কাছে ঘোষণা করেছেন, বিশেষ ভাবে তাদের কর্মদক্ষতা ও জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন (যাত্রা ৩৫ ঃ ৩০-৩৫)। ঈশ্বর যিনি এই অপূর্ব সৌন্দর্যময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি কি স্বর্গ থেকে হারোনের জন্য একটি গৌরবময় যাজকীয় বস্ত্র পাঠিয়ে দিতে পারতেন না? না, ঈশ্বর এইভাবে কাজ করেন না। যাদের যোগ্যতা রয়েছে, যারা ইচ্ছুক, যারা আন্তরিক ভাবে এই মহিমাপূর্ণ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে আহ্বান করতে এবং পরিচালনা দিতে ঈশ্বর মোশিকে আদেশ

দিয়েছিলেন। যখন আমরা মনে করি যে বেশীর ভাগ খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে ও তাঁর কাজ করতে ইচ্ছুক, তখন নেতার প্রধান করনীয় কাজ কি তা আমরা বুঝতে সক্ষম হই। আর তা হলো ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য, খ্রীষ্টের প্রতি লোকদের সমর্পণকে অর্থপূর্ণ কাজের দিকে পরিচালিত করা। পাঠের মধ্যে আমরা যে নেতৃত্বদানের নীতিগুলো দেখেছি সেগুলোর মধ্য যেগুলি আমাদের এই কাজে সাহায্য করবে সেগুলি হলো লোকদের প্রতি আস্থা, এবং সদাপ্রভুর জন্য তাদের পরিচালিত করার একান্ত আকাঙ্খা।

কতগুলি বাস্তব প্রয়োগ ঃ

১১। মনে করুন কোন একটি এলাকায় সুসমাচারের পুস্তিকা বিতরণ করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে আপনাকে সাহায্য করার জন্য একদল খ্রীষ্টিয়ানকে মনোনীত করা হলো। যদি আপনি মনে করেন যে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ও তাঁর কাজ করতে ইচ্ছুক, তাহলে নীচের কোন্ কাজগুলি আপনি করবেন ?

ক) ঈশ্বরের কাজে আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রচার করবেন।

খ) আত্মিক লক্ষ্যে, যারা ইতিমধ্যেই সমর্পিত, তাদের সাথে এই কাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বলবেন।

গ) তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলবেন যে সুসমাচার প্রচার অভিযান চলার সময় অন্যান্য কাজ বা দায়িত্ব তাদের ভুলে যাওয়া প্রয়োজন।

ঘ) লক্ষ্যটি তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে এবং তা অর্জনের জন্য কি করতে হবে তাও তাদের বলতে হবে।

ঙ) নির্দিষ্ট কাজ দিতে হবে এবং প্রশ্ন করার সুযোগও তাদের দিতে হবে।

উপরের যে কাজগুলি আপনি চিহ্নিত করছেন সেগুলি কি কারণে করেছেন তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

একটি খ্রীষ্টিয়ান দলের নেতা হিসাবে কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রত্যেকটি খ্রীষ্টিয়ানের সম্মিলিত শক্তি, ক্ষমতা ও আত্মিক সাহায্যের

একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সুফল দেখতে পাই। এই অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার যে নেতারা করতে জানেন না তারা নিজেদের জন্য সমস্যাই সৃষ্টি করেন এবং খ্রীষ্টিয় লক্ষ্য অর্জনে বিফল হন। মোশির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানবার পর তখন আমরা যোয়েল রিকসন সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারি, এবং একজন নেতা হিসাবে তার মারাত্মক ত্রুটি লক্ষ্য করতে পারি। আমরা দেখতে পাই যে, লোকদের সম্পর্কে তার হেয়-ধারণা তাদেরকে সফলতার সাথে পরিচালিত করতে তাকে ব্যর্থ করেছে। তিনি তাদের শক্তিগুলি না দেখে শুধুমাত্র দুর্বলতা গুলিই লক্ষ্য করেছিলেন। মোশিকে আমরা যেভাবে লক্ষ্য করেছি, সেভাবে তিনি তাদেরকে তার নিজের লোক এবং ঈশ্বরের লোক বলে দাবী করতে পারেন নি। আর এর ফলেই তিনি তাদের সুপ্ত-প্রতিভা গুলিকে ব্যক্তিগত অথবা দলগত কোন ভাবেই তার বিকাশ ঘটাতে পারেননি। তারা যা করতে পারতো এবং তারা যা বাস্তবে করেছে এর উভয়ের পার্থক্য ঈশ্বরের কাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ। এই বিষয়টি খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের গুরুত্বের প্রতি আমাদের লক্ষ্যকে আকৃষ্ট করতে অনুপ্রাণিত করে।

নেতৃত্বদানে মানুষের সাথে সম্পর্কের চারটি নীতি রয়েছে যেগুলি যোয়েল রিকসনকে তার সমস্য সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

১। পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কি তা লোকদের জানতে দিন। কোন কোন সময় নেতারা দলের বাইরের কাউকে তাদের সমস্যা সম্পর্কে বলে থাকেন, অথচ দলের সদস্যদের সে সম্পর্কে কিছু জানান না। মিঃ রিকসন তার লোকদের এই কথা বলতে পারতেন। "ঈশ্বর আমাদের যে বৃদ্ধি দিয়েছেন তার জন্য আমরা খুবই খুশী, এর অর্থ আমাদের আরো বেশী পরিশ্রম করতে হবে এবং ভালভাবে সংগঠিত হতে হবে। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা আমার সত্যিই প্রয়োজন। ঈশ্বরের পরিচালনা অনুযায়ী আমরা একত্রে অনেক কিছুই করতে পারি"।

২। লোকদের সুযোগ দিন যেন তারা বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবার এবং একে অন্যকে সাহায্য করবার সুযোগ পায়। যোয়েল রিকসন নতুনদেরকে সাহায্য করবার জন্য আত্মিক শিক্ষকদের অনুরোধ করতে পারতেন"।

৩। লোকেরা যেন সক্রিয় হতে পারে এবং পরামর্শ দান করতে পারে সেজন্য তাদের সুযোগ দিন। পিছনের কামরাটি কিভাবে আরো আকর্ষণীয় করা যায়, সে বিষয়ে মিঃ রিকসন সাহায্যকারীদের কাছ থেকে পরিকল্পনা আহ্বান করতে পারতেন। একটি ছোট্ট দলকে তিনি সংগঠিত করতে পারতেন এবং সেজন্য তিনি তাদের পূর্ণ দায়িত্ব দিতে পারতেন।

৪। লোকদের সাফল্য ও সামর্থের স্বীকৃতি দিন এবং একান্ত কৃতজ্ঞতার মনোভাব প্রকাশ করুন। উদাহরণ স্বরূপ ঃ যে শিক্ষকেরা আরো শিখবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল এবং যারা শ্রেণীকক্ষের দুরাবস্থার প্রতি সজাগ ছিলেন মি ঃ রিকসন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারতেন।"

১২। মিঃ রিকসন তার নেতৃত্বদানের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে চাইলে, অন্য আর কি পরামর্শ আপনি তাকে দিতেন? এসম্পর্কে আপনার চিন্তাগুলি লিখুন। .....
.....
.....

পরীক্ষা—২

বাছাই প্রশ্ন প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। ইস্রায়েল জাতীর জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল, এই জন্য তিনি মোশিকে আহ্বান করলেন, তাকে একটি কাজে নিযুক্ত করলেন, চিহ্ন ও আলৌকিক কাজের মাধ্যমে ক্ষমতা দান করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে—

ক) তাকে তাৎক্ষনিক এবং সেই সাথে ঐশ্বরিক পুরস্কার দান করবেন।

খ) তাকে শত্রুদের আক্রমন এবং বন্ধুদের সমালোচনা থেকে মুক্ত রাখবেন।

গ) মোশি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি ও গৌরব লাভ করবেন।

ঘ) পৃথিবীতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তিনি তার সাথে থেকে তাকে সাহায্য করবেন।

২। নীচের একটি বিষয় ছাড়া মোশি আর সব বিষয়েই নেতৃত্বদানের অপরিহার্য্য গুণ, সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করেছেন। নীচের কোন্ বিষয়টি সৌভ্রাতৃত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় ?

ক) তিনি লোকদের সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন।

খ) তার লোকদের প্রতি তিনি যত্নশীল ছিলেন এবং তাদের সাহায্য করবার জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন।

গ) তার নিজের দূর্বলতার জন্য তিনি লোকদের সাহায্য করণার্থে ঈশ্বরের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন।

ঘ) তার জাতির উপর যে অবিচার মহামারী চেপে বসেছিল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

৩। মিসর থেকে যাত্রা শুরু করবার পর আমরা ইস্রায়েলীদের জীবনে মানব স্বভাবের একটি নীতির প্রকাশ দেখতে পাই ঃ কোন নতুন বা আনন্দদায়ক কাজে লোকেরা বিনাবাক্যে নেতাকে অনুসরণ করে থাকে. কিন্তু কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা—

ক) তাদের প্রাথমিক উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং নেতার সমালোচনা ও দোষারোপ করে থাকে।

খ) তাদের আদর্শকে জলাঞ্জলী দিতে এবং লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে ভুলে যেতে চায়।

গ) মনে করে যে নেতার তাৎক্ষনিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঘ) তাদের লক্ষ্যগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে এবং উদ্দেশ্যগুলি পুনরায় বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়।

৪। জলের অভাবের সমস্যার সময় নেতৃত্বে মোশির অভিজ্ঞতার আরেকটি নীতি প্রকাশ করে ঃ পরিচর্যা কাজের বিরাট এই বোঝা—

ক) লোকদেরকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য চমকপ্রদ অলৌকিক কাজের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে।

খ) অন্যান্য নেতাদের সহিত ভাগা-ভাগি করে নেওয়া উচিৎ।

গ) শুধুমাত্র নেতার ঐকান্তিক প্রার্থনায় হাল্কা হওয়া সম্ভব।

ঘ) আমাদেরকে লক্ষ্য থেকে মাঝে মাঝে সরে আসা এবং বর্তমান অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট থাকা বান্ছনীয় করে তোলে।

৫। রফীদীমের যুদ্ধে নেতৃত্বদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর যে বিষয় মোশিকে লিখে রাখতে বলেছিলেন ঃ—

ক) যুদ্ধের কলা কৌশল এবং জন-সংযোগের অসীম গুরুত্ব।

খ) মধ্যম শ্রেনীর নেতা যারা যুদ্ধে যান এবং নীরবে যারা নেতাকে অনুসরণ ক'রে সমর্থন করেন তারা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ।

গ) ঈশ্বরের লোকদের শিবিরে নৈতিকতার গুরুত্ব অশেষ।

ঘ) সামরিক প্রস্তুতি এবং ঈশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করবার আকাংখার গুরুত্ব।

৬। মোশিকে নেতৃত্বদানের আরেকটি নীতি লিখতে হয়েছিল ঃ নেতৃত্ব-দানের জন্য এমন ধরনের ভালবাসার প্রয়োজন যা ঃ—

ক) অনুসরণকারীদের অযোগ্যতাগুলি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে।

খ) অনুসরণকারীদের অবহেলা ও অযত্ন এড়িয়ে যেতে প্রস্তুত থাকবে।

গ) নির্দ্ধারিত কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতে প্রস্তুত থাকবে।

ঘ) উদ্দেশ্য সম্পাদনে অন্যের উপর আস্থাশীল হ'তে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দানে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকবে।

৭। মোশির শশুর যিথ্রো মোশিকে নেতৃত্বদান সম্পর্কে কতগুলি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি মোশিকে বলেছিলেন যে এই পরামর্শগুলি মেনে চললে তার দু'টি ফল দেখা যাবে। সফল নেতৃত্বদানের এই দুইটি আদর্শ ফল হলো ঃ—

ক) লোকেরা অনুগত হবে এবং লক্ষ্যগুলি অর্জিত হবে।

খ) কাজ সহজ হয়ে যাবে এবং লোকেরা সুখী হবে।

গ) মোশি টিকে থাকবেন এবং লোকদের প্রয়োজন মিটবে।

ঘ) মোশির পরিবর্তে নেতৃত্ব দেবার লোক প্রস্তুত হবে এবং মোশিকে মহান নেতা বলে বিবেচনা করা হবে।

৮। একজন নেতা হিসাবে মোশির সর্ব্বোত্তম গুণ ছিল যে তিনি ঃ—

ক) ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে ভাল হবার সম্ভাবনার বিষয়ে সব সময় আশাবাদী ছিলেন।

খ) মূল লক্ষ্যের চেয়ে আরো কতবেশী লক্ষ্য অর্জন করা যায় সে বিষয়ে সব সময় যত্নশীল ছিলেন।

গ) সম সময় বাস্তবধর্মী চিন্তা করতেন, কখনও আদর্শবাদী চিন্তা করতেন না।

ঘ) মানুষের কর্মক্ষমতানুযায়ী তার আশা আকাঙ্খাকে কমিয়ে আনতে সদা প্রস্তুত ছিলেন।

৯। সিনয় পর্বতে মোশির ব্যবস্থা লাভ এবং ইস্রায়েলীয়দের মূর্ত্তিপূজা সম্পর্কে ঈশ্বর লোকদেরকে মোশির এবং মোশি লোকদেরকে ঈশ্বরের বলে উল্লেখ করছেন। এখানে আমরা নেতৃত্বদানের কোন্ উত্তম নীতির বিষয় দেখতে পাই ?

ক) যেহেতু সাধারণ লোকদের প্রতি দেখা শুনার ভার ঈশ্বরের সে'হেতু নেতারা তাদেরকে পুরোপুরি ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।

খ) ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য নেতাদের প্রতি দায়িত্ব আরোপ করেন, তাদেরকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে এবং এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হতে হবে।

গ) নেতাদেরকে তাদের পরিচর্যা কাজের বিষয়ে খুব বেশী চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই, কারণ ইহা ঈশ্বরের কাজ।

ঘ) আসলে আত্মিক কাজ একটি যৌথ দায়িত্ব ঃ ঈশ্বর এবং মানুষের একত্রে সমান দায়িত্ব রয়েছে।

১০। যিথ্রো মোশিকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে হলো ঃ—

ক) আইন তৈরী করো। তুমি লোকদের বলো তারা কি চায় তুমি তাদের দিয়ে তাই করাও।

খ) তোমার লোকদের পূর্ণ সমর্পনের জন্য ব্যস্ত হও।

গ) বাধ্যতার জন্য কড়া-শাস্তি দেও। যারা কোন ফল প্রদান করতে পারে না তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করো।

ঘ) তোমার লোকদের কাছ থেকে আরোও বেশী আশা করো। তারা অফুরন্ত প্রবাহের একটি উৎস।

১১। লোকদের কাছ থেকে নেতা কি আশা করেন এবং তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেন, অর্থাৎ তার নেতৃত্বদান নির্ভর করে ঃ—

ক) পরিচালনা দান সম্পর্কে তার শিক্ষার উপর।

খ) তার অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তার ধ্যান ধারণার উপর।

গ) তার সমকালীন সমাজের বিশ্বাস ও শিক্ষার উপরে।

ঘ) লোকদের সম্পর্কে তার বিশ্বাস বা ধারণার উপর।

১২। যদি কোন প্রচারক এই ধরনের উক্তি করেন "আপনারা নিজেদের সুখভোগের জন্য যে অর্থ-কড়ি ব্যয় করেন তার যৎসামান্য যদি আপনারা কষ্ট স্বীকার করে অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের কাজে দান করেন" তাহলে তিনি নীচের একটি বাদে আর সবগুলি ধারণা লোকদের সম্পর্কে পোষণ করছেন বলে বুঝতে হবে। কোন ধারণাটি তিনি করছেন না ঃ—

ক) লোকেরা তাদের টাকা-পয়সা ও সময়, স্বার্থপরের মত নিজেদের জন্যই ব্যয় করে।

খ) লোকেরা আত্মাদের জয় করতে চায় না, এটা তাদের কাছে কষ্ট স্বীকারের মতো।

গ) লোকেরা মূলতঃ নির্ভরযোগ্য ও ভাল।

ঘ) লোকেরা ইচ্ছা করলে অবিশ্বাসীদের লাভ করতে পারে।

১৩। যদি কোন প্রচারক এই ধারণা পোষণ করেন যে তার লোকেরা ঈশ্বরের কাজে অংশ নিতে ইচ্ছুক, তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী, এবং এই জগতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সদা-সচেষ্ট, তাহলে নীচের কোন্ আশাটি আমরা তার মধ্যে লক্ষ্য করি ?

ক) নীচু আশা।
খ) উচ্চ আশা।
গ) সাধারণ আশা।
ঘ) মোটামুটি।

১৪-১৫। নীচের প্রত্যেকটি উদাহরণে কি ধরনের নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট ও ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন। এই বৈশিষ্ট ও ব্যবহার পরবর্তিতে নেতা ও তার অনুসারীদের উপর কি প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে আপনার মতামত প্রত্যেকটি উদাহরণের জন্য লিখুন।

১৪। মিঃ বাড়ৈ মনে করেন যে লোকেরা মূলতঃ নিস্ক্রিয় ধরনের, সেজন্য কাজ করতে তাদের উৎসাহিত করে তোলা দরকার। এ ছাড়াও তিনি মনে করেন যে তাদের সব সময় কাছে থেকে লক্ষ্য করা এবং অহরহ তাগাদা দেওয়া দরকার। লক্ষ্য সম্পূর্ণ হলে তিনি সেই ভাল কর্মীদের পুরস্কৃত করেন; কিন্তু তা না হলে তিনি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন। মিঃ বাড়ৈ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করে দেন। তিনি তার অধীনস্ত লোকদের কাজের বিস্তারিত নির্দেশাবলী দান করেন, এবং সমস্ত কাজগুলি তিনি ব্যক্তিগতভাবে ও ঘনিষ্টভাবে দেখাশুনা করেন। মিঃ বাড়ৈয়ের নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট ও মনোভাব এর সাথে নীচের কোন-গুলির মিল রয়েছে?

ক) গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট।
খ) ধারণা—X পদ্ধতি।
গ) একনায়কত্ব বৈশিষ্ট।
ঘ) ধারণা—Y পদ্ধতি।

.....

.....

১৫। মিঃ সরকার একজন কঠিন পরিশ্রমী লোক। তিনি বিশ্বাস করেন যে তার মতই অনান্য লোকেরাও নিরূপিত লক্ষ্য সম্পাদনে কাজ করে যেতে পছন্দ করে। তিনি তার লোকদের মধ্যে এক অফুরন্ত সুপ্ত প্রতিভার-উৎস দেখতে পান। নিজেদের নিয়ম কানুন তৈরী

করবার কাজে তিনি লোকদের সাহায্য করেন, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে তাদের এগিয়ে নিয়ে যান। দলের কিছু সদস্যকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দান করেন। তার অনুসরণকারীদের মধ্যেকার যোগ্যতা ও গুণাবলীগুলির উন্নতি সাধনে তিনি সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। তিনি তার লোকদেরকে পরামর্শ ও মতামত দানের সুযোগ দান করেন। লক্ষ্য অর্জিত হলে তিনি সর্বসময়ে তাদের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন। মিঃ সরকারের নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট ও মনোভাবের সহিত নীচের কোন্‌গুলির মিল রয়েছে ?

ক) ধারণা Y পদ্ধতি।

খ) ধারণা X পদ্ধতি।

গ) একনায়কতন্ত্র বৈশিষ্ট।

ঘ) গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট।

....

....

সংক্ষিপ্ত উত্তর। নীচের তালিকার মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দগুলি নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ধারণা X	একনায়কতন্ত্র বৈশিষ্ট
ধারণা Y	গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট

১৬। যে নেতা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার অধীনস্থদের বিস্তারিত নির্দ্দেশ দান করেন, এবং সমস্ত কাজ ঘনিষ্টভাবে ও ব্যক্তিগত-ভাবে তদারক করেন, তিনি .... করেন।

১৭। যে নেতা দলগতভাবে কাজ করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার লোকদের সঠিক অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন, দলীয় পরামর্শ গ্রহণ করেন, এবং দলের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দান করেন তিনি নেতৃত্বদানের ....অনুসরণ করেন।

১৮। মিঃ তালুকদার বিশ্বাস করেন যে লোকেরা মূলতঃ অলস তাই তাদের কঠোর নেতৃত্ব ও পরিচালনার মধ্যে রাখা দরকার। তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে জোর করা,

অনুযোগ করা, ভয় দেখানো ও সব সময় তাগাদা দেওয়া দরকার "তিনি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, এবং যেহেতু তিনি মনে করেন যে কাজ করানোর জন্য লোকদের বাধ্য করা দরকার তাই তিনি .... বৈশিষ্টের দিকে ঝুকে পড়েন।

১৯। একজন খ্রীষ্টিয়ান নেতার জন্য ইহা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ম্যাক্ গ্রেগরের..... মতবাদটি একজন উৎসর্গীকৃত ও কার্যকারী খ্রীষ্টিয়ানের কর্মধারাকেই ব্যাখ্যা করে থাকে।

২০। নেতৃত্বদান সম্পর্কে যে পণ্ডিতগণ লিখেছেন তাদের মতে, বেশীর ভাগ লোকেরাই আরো ভালভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক হয় যখন তারা বুঝতে পারে যে, তারা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে এবং যখন তারা কৃত কাজের জন্য উপযুক্ত ..... লাভ করে।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

৭। খ) তিনি জানতেন যে, তাদের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তা সংগঠিত করা সম্ভব।

গ) তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায়।

ঘ) তিনি তাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকেই গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন।

১। ক) মিথ্যা (ঈশ্বর আহ্বান করার আগেই মোশি লোকদের সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন)।

খ) সত্য

গ) মিথ্যা (ঈশ্বর সর্বদাই মোশির সঙ্গে থাকবেন ইহাই একমাত্র প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর তার কাছে করেছিলেন)।

ঘ) সত্য

ঙ) সত্য

চ) সত্য

৮। গ) বেশীর ভাগ লোকই আইন মান্য করবে যদি তারা তা বুঝতে পারে।

ঘ) অনেক লোকেরই নেতৃত্বদানের ক্ষমতা রয়েছে।

ঙ) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ লোকের উপর নির্ভর করা যায়।

২। বিভিন্ন সমস্যার জন্য তারা মোশিকে দোষ দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

৯। ধারণা—X

৩। কয়েকজন প্রাচীনকে তার সঙ্গে নিতে হবে।

১০। ক-৫) ৩৫ ঃ ১-৩ পদ

খ-১) ৩৫ ঃ ১০ ,,

গ-২) ৩৬ ঃ ২ ,,

ঘ-৩) ৩৫ ঃ ২১ ,,

ঙ-৬) ৩৫ ঃ ৩৪ ,,

চ-৪) ৩৫ ঃ ৩৫ ,,

৪। আপনার দেওয়া উত্তরের সাথে বইয়ে দেওয়া উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

১১। খ, ঘ ও ঙ তে বর্ণিত কাজগুলো করা উপযুক্ত—

৫। ক-৩) সম্পন্ন করার জন্য তাদেরকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দান করুন।

খ-১) নিয়ম-কানুন বা নীতিমালা তাদের শিক্ষা দিন।

গ-৪) নেতাদের নিয়োজিত করুন এবং তাদের সহিত কর্মপদ্ধতি ঠিক করুন।

ঘ-২) প্রত্যেকটি কাজ কিভাবে করতে হয় তা তাদের দেখিয়ে দিন।

১২। আমার দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তরের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে। কতকগুলি সম্ভাব্য পরামর্শ এখানে দেওয়া হোল ঃ

১) একজন সাহায্যকারী নিয়োগ ও তাকে শিক্ষা দেওয়া।

২) প্রত্যেক কার্যকারীকে এক একটি দায়িত্ব দান করা।

৩) কার্যকারীদের ঠিক সময়ে কাজে যোগদানের জন্য কাজের একটু আগে একটা প্রার্থনা সভার বন্দোবস্ত করা এবং এজন্য তাদের দায়িত্ব দান করা। ৪) পাঠ্যক্রমের দায়িত্বে একজনকে নিয়োগ করা এবং এজন্য তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করা। ৫) প্রত্যেক শিক্ষককে তাদের পাঠ্যসূচীর দায়িত্ব দান করা। ৬) সমস্ত কাজ সুষ্ঠভাবে করার জন্য সভা আহ্বান করা। ৭) মণ্ডলীর বৃদ্ধি ও আত্মাদের জয়লাভে কার্যকারীদের প্রচেষ্টা কত সাহায্যকারী হয়েছে তা তাদের দেখিয়ে দেওয়া।

৬। লোকেরা তা ভাগ করে নেবে।